কুলবাড়িয়া গ্রামকে মাদকমুক্ত করার দাবিতে মেহেরপুরে মানববন্ধন

কুলবাড়িয়া গ্রামকে মাদকমুক্ত করার দাবিতে মেহেরপুরে মানববন্ধন ও স্মারকলিপি দিয়েছে কুলবাড়িয়া গ্রামবাসি। রবিবার (১৯ মে) সকাল ১১ টার দিকে জেলা প্রাশাসকের কার্যালয়ের সামনে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

সাবেক ছাত্রনেতা ও কুতুবপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সদস্য জুয়েল রানার নেতৃত্বে কুলবাড়ীয়া গ্রামের শিক্ষার্থীসহ বিভিন্ন শ্রেণি পেশার নারী পুরুষ এই মানব বন্ধনে অংশ নেয়।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, কুলবাড়িয়া গ্রামে এখন ওপেন মাদক বিক্রি ও সেবন হয়। মেহেরপুরের চিহ্নিত সন্ত্রাসী দুখু বাহিনির সদস্য ঝন্টু বিশ্বাস এর নেতৃতে দেয়। সে কারনে তার ভয়ে কেউ কিছু বলতে পারেনা। তবে মাদকের কারনে কুলবাড়ীয়া গ্রামের যুব সমাজ ধংস হয়ে যাচ্ছে। তাই আমরা সকল হুমকি ধামকি উপেক্ষা করে রাস্তায় নামতে বাধ্য হয়েছি।

মানববন্ধন শেষে জেলা প্রশাসক,পুলিশ সুপার ও মাদক নিয়ন্ত্রন অফিসে স্মারকলিপি দেয় কুলবাড়িয়া গ্রামবাসি।

আলমডাঙ্গায় বেনাপোল ট্রেনের স্টপেজসহ ৪ দফা দাবীতে মানববন্ধন

বাংলাদেশের একমাত্র আলমডাঙ্গার ঐতিহ্যবাহী দ্বিতল রেলস্টেশনে বেনাপোল এক্সপ্রেস ট্রেন স্টপেজ সহ ৪ দফা দাবীতে মানববন্ধন কর্মসূচী পালন করা হয়েছে । পহেলা বৈশাখ গতকাল রোববার বিকেলে

রেলস্টেশন চত্বরে আলমডাঙ্গা উন্নয়ন ফোরামের আয়োজনে এ মানববন্ধন কর্মসূচী পালন করা হয়। সর্বস্তরের জনগণ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে মানব বন্ধনে অংশগ্রহণ করেন।

উল্লেখিত ৪ দফা দাবীর মধ্যে রয়েছে বেনাপোল এক্সপ্রেস ট্রেন আলমডাঙ্গায় স্টপেজ, দেশের একমাত্র দ্বিতল রেলস্টেশন ভবনের আদি নির্মাণশৈলী অক্ষুণ্ণ রেখে আধুনিক বিল্ডিং পুনঃর্নির্মাণ, প্রথম ও দ্বিতীয় প্লাটফর্ম এবং যাত্রী ছাউনি বর্ধিতকরণ, এক্সপ্রেস রোড ও ফুটওভারব্রীজ স্থাপন, প্লাটফর্মের পাশে সৌন্দর্যবর্ধন ও নিরাপত্তার স্বার্থে রেলিং স্থাপন।

মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন আলমডাঙ্গা উন্নয়ন ফোরামের আহবায়ক এম শাহাবুল হকের সভাপতিত্বে ও নওলামারী আলিম মাদ্রাসার প্রভাষক সাহিন সাহিদের উপস্থাপনায় বক্তব্য রাখেন জেলা পরিষদের সাবেক সদস্য ও সাবেক ছাত্রলীগ নেতা মিজানুর রহমান,আলমডাঙ্গা বি আর ডি বির চেয়ারম্যান বিপ্লব হোসেন মাষ্টার,আলমডাঙ্গা প্রেসক্লাব ক্লাবের সভাপতি খন্দকার শাহ আলম মন্টু, আলমডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সহ সভাপতি ও আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজের সহকারী অধ্যাপক শেখ শফিউজ্জামান, সিনিয়র সাংবাদিক প্রশান্ত বিশ্বাস, সাবেক জেলা পরিষদ সদস্য কাজল রেখা, সমাজ সেবক মোবারক আলী, ইজিবাইক মালিক সমিতির সভাপতি মোঃ লাল্টু রহমান, চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী মৎস্যজীবী লীগের সহ সভাপতি আতিকুর রহমান জোয়ার্দার স্বপন, আলমডাঙ্গা প্রেসক্লাবের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক তানভীর সোহেল, সাংগঠনিক সম্পাদক কাইরুল মামুন,সহ- সাংগঠনিক সম্পাদক বসিরুল আলম,শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক আতিক বিশ্বাস, আইসিটি বিষয়ক সম্পাদক ফাহিম ফয়সাল,প্রচার সম্পাদক জাফর জুয়েল,ধর্মবিষয়ক সম্পাদক কবি গোলাম রহমান, আব্দুল বারী,ইউনুছ আলী মিঠু,রোকন,হাসিবুল প্রমুখ।

মানব বন্ধন কর্মসূচীতে সভাপতির বক্তব্যে এম শাহাবুল হক বেনাপোল ট্রেন স্টপেজ সহ চার দফা দাবিসমূহ উত্থাপন করে বলেন, চুয়াডাঙ্গা- ১ আসনের সংসদ সদস্য ও বীরমুক্তিযোদ্বা সোলায়মান হক জোয়ার্দার ছেলুন মহোদয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা মহোদয়ের নিকট ৪ দফা দাবি পূরণের জন্য আলমডাঙ্গাবাসীর পক্ষ থেকে আকুল আবেদন জানাচ্ছি।

আলমডাঙ্গায় পাম্প সচলের দাবিতে কৃষক জোটের মানববন্ধন

জিকে সেচ প্রকল্পের অকেজো পাম্প দ্রুত সচলকরণের দাবিতে মানববন্ধন করেছে আলমডাঙ্গা উপজেলা কৃষক জোট।

আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১১ টার দিকে পৌর এলাকার পানি শূণ্য জিকে খালের মধ্যে অবস্থান করে এ মানববন্ধন করেন। এতে অংশ নেন সেচ খালের আওতাধীন কয়েক শতাধিক কৃষক। ঘণ্টাব্যাপী এই কর্মসূচি থেকে এ অঞ্চলে প্রত্যেক কৃষকের বোরো ধানের জমিতে সেচের পানি নিশ্চিত করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

কর্মসূচিতে বক্তব্য দেন কৃষক জোটের চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক ও চুয়াডাঙ্গা পৌর কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ শাহজাহান আলী, উপজেলা কৃষক জোটের সভাপতি এমদাদুল হক, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মালেক, সহ-সভাপতি জান্নাতুল ফেরদৌস উষা, মহাসিন আলী, কৃষক জোটের ডাউকি ইউনিয়ন সভাপতি মোজাম্মেল হক, কালিদাসপুর ইউনিয়ন সভাপতি হাসানুজ্জামান রিপন, সহ-সভাপতি আসাদুজ্জামান খাঁন, সদস্য মজিরন নেছা, তাপসি খাতুন, তহমিনা বেগম। কৃষক জোটের প্রকল্প সমন্নয়কারী মশিউর রহমান, প্রকল্প কর্মকর্তা আসমা হেনা চুমকি, রিসোর সমন্নয়কারী দারুল ইসলাম, কৃষক জোটের মাঠ কর্মকর্তা সিরাজুল ইসলাম ও শরিফুল ইসলাম প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, আলমডাঙ্গা উপজেলার কৃষকের বোরো মৌসুমে ধান চাষ জিকে খালের পানির উপর নির্ভরশীল। এই অঞ্চলের কৃষকদের দিনের পর দিন অবহেলা করা হচ্ছে। তাঁরা ঠিকমতো পানি পাননি। অতিকষ্টে তাঁদের ফসল ফলাতে হয়। মৌসুমের শুরুতেই সেচ পানি সংকটে রয়েছে। দীর্ঘদিন সেচ পাম্প নষ্টের অজুহাতে কৃষকদের দুর্ভোগে ফেলে হয়রানীর অভিযোগও করেন।

উপস্থিত কৃষক আব্দুল ওহাব আলী বলেন, গত ফেব্রুয়ারি মাসের শুরুতে সেচ খালে পানি সরবরাহ করেন পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো)। কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা ও ঝিনাইদহ জেলার জিকের অধীনে সেচের জমি আছে ১ লাখ ৯৭ হাজার হেক্টর। এর মধ্যে বোরো ৩৫ থেকে ৪০ হাজার; আমন

৫০ থেকে ৫৫ হাজার হেক্টর জমিতে আবাদ হয়।

ভেড়ামারায় প্রধান পাম্প হাউসের দুটির মধ্যে ২০২২ সাল থেকে একটি নষ্ট। অন্যটি দিয়ে পানি সরবরাহ করা হচ্ছিল। ফেব্রুয়ারির শুরুতে চুয়াডাঙ্গায় পানি দিলে চাষিরা বোরো রোপণ করেন। ২১ দিনপর আবারো সচল সেচ পাম্পটিও অকেজো হয়ে পড়ে। সেচ পানি না পেয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর ও আলমডাঙ্গা উপজেলায় প্রায় দুইশত হেক্টর জমির ধান নষ্ট হয়ে পড়েছে। দ্রুত সেচ পাম্প সংস্কার করে পানি দেওয়ারও দাবি জানান তাঁরা।

ঝিনাইদহে ইউপি উদ্যোক্তাদের মানববন্ধন

উচ্চ আদালতে মামলা চলমান থাকা অবস্থায় ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসন কর্তৃক ইউনিয়ন পরিষদে হিসাব সহকারি কাম কম্পিউটার অপারেটর পদে নিয়োগট পরীক্ষার প্রতিবাদে মানববন্ধন ও সমাবেশ করেছে রিটকারী ভুক্তভোগী ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোক্তারা।

আজ শুক্রবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সামনে এই মানববন্ধন কর্মসুচি পালিত হয়। মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সদরের গান্না ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোক্তা নাসরিন আক্তার, শৈলকুপার হাকিমপুর ইউনিয়নের উদ্যোক্তা আবু দাউদ, সদরের হরিশংকরপুর ইউনিয়নের শাহিন সিরাজ, শৈলকুপার উমেদপুর ইউনিয়নের মোস্তাফিজুর রহমান, বগুড়া ইউনিয়নের উদ্যোক্তা সুমি আক্তার, নিত্যানন্দপুর ইউনিয়নের উদ্যোক্তা রিনিতাজ খাতুন, সারুটিয়া ইউনিয়নের উদ্যোক্তা মাহফুজুর রহমান, বিলকিস খাতুন ও নূর নবী।

সমাবেশে বক্তাগন বলেন, আমরা ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের উদ্যোক্তা হিসাবে ইউনিয়ন পরিষদে ২০১০ সাল হতে অদ্যাবদি পর্যন্ত কর্মরত আছি। কিন্তু ২০১৬ সালে সরকার “হিসাব সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর” পদ সৃষ্টি করে। ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসকের দপ্তর থেকে “হিসাব সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর” পদে ১৩ টি পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দিলে আমরা দশ জন উদ্যোক্তা উচ্চ আদালতে ৭০৬/২০২৪ নং রিটপিটিশন দায়ের

করি। ফলে মহামান্য হাইকোর্ট গত ২৩/০১/২০২৪ তারিখে রুল ইস্যু করে ০৬ (ছয়) মাসের জন্য “হিসাব সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর” পদে নিয়োগ প্রক্রিয়া বন্ধ রাখার জন্য এবং স্থানীয় সরকার মন্ত্রনালয়সহ ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসককে নির্দেশ দেন। অন্যদিকে ৭০৬/২০২৪ মামলার বিপরীতে স্থানীয় সরকার পক্ষে ৬৭৬/২০২৪ নাম্বারের লিভ টু আপিল দাখিল করেন। উভয় মামলা আগামী ০৬/০৫/২০২৪ তারিখে শুনানীর জন্য মহামান্য সুপ্রিমকোর্ট দিন ধার্য করেন। এদিকে উচ্চ আদালতে মামলা নিস্পত্তি না হওয়ার পরও চলমান একটি মামলার বিপরীতে জেলা প্রশাসক তড়িঘড়ি করে শুক্রবার নিয়োগ পরীক্ষার আয়োজন করেন, যা সম্পূর্ন আইন বিরোধী ও বে-আইনী বলে তারা দাবি করেণ।

উদ্যোক্তা আবু দাউদ জানান, প্রায় ১৪ বছর যাবত উদ্যোক্তা হিসেবে আমরা আমাদের জীবন যৌবন শেষ করেছি, এখন আর সরকারী চাকুরীর বয়স নেই আমরা এখ কোথায় যাব? অথচ জেলা প্রশাসক সুপ্রিমকোর্টের আদেশের তোয়াক্কা না করে সম্পুর্ন বেআইনী ভাবে এই নিয়োগ পক্রিয়া চালিয়ে কার্যত উচ্চ আদালতকে হেয় প্রতিপন্ন করেছেন।

এ ব্যাপারে ঝিনাইদহের জেলা প্রশাসক এস এম রফিকুল ইসলাম বলেন, নিয়োগ প্রক্রিয়ায় আদালতের কোন নিষেধ নেই। সে কারনেই নিয়োগ প্রক্রিয়া চলছে।

মেহেরপুরে খুচরা সার বিক্রেতা সমিতির মানববন্ধন

বাংলাদেশ সরকার অনুমোদিত খুচরা সার ব্যবসায়ীদের লভ্যাংশ বৃদ্ধি ও সকল প্রকার সার বি.সি.আই.সি ডিলার কর্তৃক সরবরাহের নিশ্চয়তা দাবিতে মানববন্ধন করেছে মেহেরপুর জেলা খুচরা সার বিক্রেতা সমিতি।

মঙ্গলবার সকালে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে মেহেরপুর জেলা খুচরা সার বিক্রেতা সমিতির মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা খুচরা সার বিক্রেতা সমিতির সভাপতি মোঃ শাহিনুল ইসলাম শাহীন।

মেহেরপুর জেলা খুচরা সার বিক্রেতা সমিতির সাধারণ সম্পাদক মমতাজ উদ্দিন, গাংনী উপজেলা খুচরা সার বিক্রেতা সমিতির সাধারণ সম্পাদক আনিসুর রহমান, মুজিবনগর উপজেলা খুচরা সার বিক্রেতা সমিতির সাধারণ সম্পাদক বিপ্লব হোসেন সহ ১৪০ জন সার ব্যাবসায়ী উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে মেহেরপুর কমিউনিটি সেন্টার থেকে মেহেরপুর জেলা খুচরা সার বিক্রেতা সমিতির র্যালি বের হয়ে প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে গিয়ে শেষ হয়। এরপর মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

কোটচাঁদপুরে জমি কিনে বে-কায়দায় পড়লেন অসহায় পরিবার, মানববন্ধন

টাকা দিয়ে জমি কিনে বে-কায়দায় পড়েছেন, মৃত আলফাজ উদ্দিনের অসহায় পরিবার। জমি রেজিষ্ট্রি করে দেবার দাবিতে মানববন্ধন করেছেন ওই পরিবারটি।

আজ বৃহস্পতিবার কোটচাঁদপুরের হাড়ডাঙ্গা বিদ্যাধরপুর গ্রামের সড়কে এ কর্মসুচী পালন করেন ভুক্তভোগী পরিবার। এ সময় ওই পরিবারের পক্ষে প্রতিবাদ কর্মসূচীতে শতশত গ্রামবাসী অংশগ্রহন করেন বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা।

ভুক্তভোগী পরিবার সুত্রে জানা যায়, গেল ২০ বছর আগে কোটচাঁদপুর উপজেলার হাড়ডাঙ্গা বিদ্যাধরপুর গ্রামের দিদার বক্সের নিকট থেকে জমি কিনেন ওই গ্রামের আলফাজ উদ্দিন। সে থেকে দখলে নিয়ে জমিটি চাষাবাদ করে আসছেন পরিবারটি।

দিদার বক্সের নিকট ওই জমি রেজিষ্ট্রি করার কথা বললে তিনি আজ দিবা, কাল দিবে বলে কালক্ষেপণ করতে থাকে। হঠাৎ করে মারা যান জমির মালিক দিদার বক্স। রেখে যান স্ত্রী, পুত্র, কন্যা সন্তান।

গেল ১৫ দিন আগে দিদার বক্সের স্তী সালেহা বেগম ও মেয়ে শাহানাজ ওই

জমি রেজিষ্ট্রি করে দেন অসহায় আলফাজের পরিবারকে। যার পরিমান ১১ শতক।

তবে বাকি জমি রেজিষ্ট্রি করে দিতে দ্বিমত জানিয়েছেন দিদারের বক্সের দুই ছেলে সাইদুর রহমান ও মিজানুর রহমান। রাতের অন্ধকারে নষ্ট করছেন দখলীকৃত জমির ফসল। হামলা মামলার ভয়ভীতিও দেখাচ্ছেন তারা।

কোন উপায় না পেয়ে আজ বৃহস্পতিবার কেনা জমি রেজিষ্ট্রি করে দেয়ার দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছেন ভুক্তভোগী পরিবার। এ সময় গ্রামের শত শত মানুষ ওই পরিবারের পক্ষে প্রতিবাদ কর্মসুচীতে অংশ গ্রহন করেন।

মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন, কোটচাঁদপুরের হাড়ডাঙ্গা বিদ্যাধরপুর গ্রামের আইনাল হক, আজগর আলী, মৃত আলফাজ মন্ডলের স্ত্রী মোছাঃ পরুল বেগম। অতি সত্তর আলফাজ উদ্দিনের স্ত্রীকে কেনা জমি ফেরত দেয়ার কথা বলেন বক্তারা। এ ছাড়া সংশ্লিষ্টদের নিকট সুষ্ঠ তদন্ত পূর্বক ব্যবস্থা গ্রহনের দাবি ও জানান তারা।

ঝিনাইদহে গৃহবধূ মঞ্জুরী’র মৃত্যুর সঠিক কারণ জানতে মানববন্ধন

ঝিনাইদহে গৃহবধূ মঞ্জুরী অধিকারী’র মৃত্যুর সঠিক কারণ উদঘাটনের জন্য তদন্তের দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

বুধবার সকালে শহরের পোষ্ট অফিস মোড়ে এ কর্মসূচীর আয়োজন করে মৃত গৃহবধুর স্বজন ও এলাকাবাসী। এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে মঞ্জুরীর পরিবারের সদস্যসহ প্রতিবেশীরা অংশ নেয়।

সেসময় বক্তব্য রাখেন, মঞ্জুরীর স্বজন শ্বাশতী অধিকারী, সাদ্দাম, সুনিল, আজিজুল রহমান, সাথী, বিথী, রোকেয়াসহ অন্যান্যরা।

সেসময় বক্তারা অভিযোগ করে বলেন, মঞ্জুরী অধিকারীকে তার স্বামী ইমন দাস নেশাজাতীয় দ্রব্য খাইয়ে গলা টিপে হত্যা করে আত্মহত্যা বলে চালানোর চেষ্টা করছে। তাই মৃত্যুর সঠিক কারণ বের করে দোষীদের আইনের আওতায় আনার দাবী জানান তারা।

গত ১৮ ফেব্রুয়ারি ঝিনাইদহ শহরের কাঞ্চনপুর মধ্যপাড়ার একটি ভাড়া বাসা থেকে মুঞ্জরী রানীর মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।

মানববন্ধনের মাইক বন্ধে পুলিশ পাঠিয়ে, ইউএনওর দুঃখ প্রকাশ

মেহেরপুরে সাংবাদিকের ওপর হামলার প্রতিবাদে গাংনী উপজেলা প্রেসক্লাবের উদ্যোগে দীর্ঘ মানববন্ধন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এদিকে মানববন্ধন কর্মসূচিতে বক্তব্য চলাকালীন সময়ে পুলিশ পাঠিয়ে মাইক বন্ধের নির্দেশ দিয়ে পরে দুঃখ প্রকাশ করেছেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহা।

আজ মঙ্গলবার (২০ ফেব্রুয়ারি) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে গাংনী উপজেলা প্রেসক্লাবের সামনে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের পাশে এই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

গাংনী উপজেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি এমএ লিংকনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারন সম্পাদক এম এ খালেক।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে এম এ খালেক বলেন, সাংবাদিকদের উপর হামলার ঘটনার সাথে জড়িত দু’জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বাকি আসামিদের দ্রুত গ্রেফতার করে আইনের আওতায় আনতে হবে।

দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার গাংনী সংবাদদাতা আমিরুল ইসলাম অল্ডামের সঞ্চালনায় মানববন্ধন কর্মসুচিতে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, গাংনী উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইসচেয়ারম্যান ফারহানা ইয়াসমিন, জেলা আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্য একরামুল হক,

তেরাইল জোড়পুকুরিয়া বঙ্গবন্ধু ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ মাসুমুল হক মিন্টু, বাঁশবাড়িয়া টেকনিক্যাল এন্ড বিজনেস ম্যানেজম্যান্ট কলেজের অধ্যক্ষ আবুল কালাম আজাদ স্বপন, গাংনী উপজেলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক নুরুজ্জামান পাভেল, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের গাংনী এরিয়া সমন্বয়কারি হেলাল উদ্দিন, এনজিও কর্মী নুরুল ইসলাম রিন্টু, সমাজ কর্মী, আব্দুর রব প্রমুখ।

এদিকে মানববন্ধন কর্মসূচি পালনকালিন সময় গাংনী থানার এস আই তৌহিদ উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহার উদ্ধৃতি দিয়ে মাইক বন্ধ করার জন্য বলেন। বিষয়টি নিয়ে সাংবাদিকদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়।

মানববন্ধন কর্মসূচি পালন শেষ সাংবাদিকরা উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহার অফিসকক্ষে দেখা করেন। এবং মাইক বন্ধ করতে পুলিশ পাঠানোর বিষয়টি জানতে চান। পরে ইউএনও প্রীতম সাহা বলেন, এসএসসি পরীক্ষা চলার কারনে মাইক বন্ধ করার জন্য ওসি সাহেবকে ফোন দিয়ে মাইক বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

এসএসসি পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে গাংনী উপজেলা অডিটরিয়ামে উপজেলা পর্যায়ের জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা পদক প্রতিযোগিতায় মাইক ব্যবহার করে উচ্চ শব্দে নাচ গান চলছে এটা কতটা যুক্তিযুক্ত?

মানববন্ধন চলাকালে বিভিন্ন ক্লিনিক ও মাংস বিক্রেতার একাধিক মাইকিংয়ের গাড়ি পাকা সড়কে যেতে দেখা গেছে তাদের জন্য কি ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে? গত বৃহস্পতিবার (১৫ ফেব্রুয়ারী) এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা শুরুর একদিন আগে সন্ধ্যায় প্রশাসনের নাকের ডগায় ও হাসপাতালের একশ গজ দূরে বিশাল কনসার্ট ও সেখানে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে, এসব ঘটনায় প্রশাসনের কোন নজরদারি দেখা যায়নি। এলাকায় ঘটে যাওয়া বিভিন্ন অনিয়ম ও অসংগতির সংবাদ প্রকাশ হলেও উল্লেখযোগ্য কোনো প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়না। প্রশাসনের নাকের ডগায় গাংনী উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় অবৈধ ইটভাটা গড়ে তুলে বনাঞ্চল উজাড়সহ পরিবেশ দুষন ঘটানো, সরকারি যায়গা দখল করে বাড়িঘর নির্মাণ, ড্রেজার মেসিন দিয়ে অবৈধভাবে বালি উত্তোলন, দাপ্তরিক কাজ ফেলে রেখে সরকারি সকল দফতরের কর্মকর্তাদের নিয়ে বিভিন্ন কর্মসূচিতে যোগদানের বিষয়ে সাংবাদিকরা জানকে চাইলে এসব প্রশ্নের কোনো সদুত্তর মেলেনি ইউএনও প্রীতম সাহার কাছ থেকে।

তবে এসব প্রসঙ্গ উঠলে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা প্রীতম সাহা

মানববন্ধনের ঘটনায় মাইক বন্ধের নির্দেশনায় দুঃখ প্রকাশ করেন। তবে তিনি বলেন, আপনারা নিউজ করতেই পারেন। আজ এখানে আছি কর্তৃপক্ষ মনে করলে বান্দরবন চলে যেতে হবে।

এদিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার মাসে উপজেলা পরিষদ অডিটোরিয়ামে উপজেলার করমদি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী তানভির আহমেদ মাইকের উচ্চ শব্দে হিন্দি গানের সাথে নেচে সমালোচনায় পড়েছেন আয়োজকরা।

এ বিষয়েও প্রশাসনের নজরদারির গাফেলতিকে দায়ী করছেন স্থানীয়রা।

পাশে সন্ধানী স্কুল এন্ড কলেজে এসএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে তাহলে উচ্চ শব্দে মাইক বাজিয়ে এমন অনুষ্ঠানের বিষয়ে জানতে চাইলে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার নাসির উদ্দিন জানান এটা ইউএনও স্যারের প্রোগ্রাম। মাইক চললে কোন অসুবিধা নাই। তবে বিষয়টি নিয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে জানালে ইউএনও প্রীতম সাহা অফিসের সহায়ক মনিরুল ইসলামকে পাঠিয়ে মাইক বন্ধ করার নির্দেশ দেন।

উল্লেখ্য, গেল ১২ ফেব্রুয়ারী আমঝুপি মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) সংস্থা অফিসের সামনে সড়ক দূর্ঘটনার সংবাদ সংগ্রহকালে নিউজ ২৪ এর স্টাফ রিপোর্টার রাশেদুজ্জামান ও দৈনিক জবাবাদিহি পত্রিকার জেলা প্রতিনিধি সিরাজুদ্দোজা পাভেল দূর্বৃত্তদের হাতে হামলার শিকার হন। এই নিয়ে সাংবাদিকরা বিভিন্ন প্রতিবাদ কর্মসুচি পালন করে আসছে।

ঝিনাইদহে সাংবাদিকের উপর হামলা, প্রতিবাদে মানববন্ধন

ঝিনাইদহে সাংবাদিক মাহমুদুল কবির নয়নের উপর হামলার প্রতিবাদে মানববন্ধন করা হয়েছে। মঙ্গলবার সকাল ১১টায় শহরের আরাপপুরে এ মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়।

সাংবাদিক স্বপন মাহমুদের সভাপতিত্বে মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন

জেলা রিপোটার্স ইউনিটির সভাপতি এমএ কবীর, শারমিন আরা,রাজিব মাহমুদ টিপু,নাসিরুল হক, শামস আরেফিন অনুসহ জেলায় কর্মরত সাংবাদিকেরা।

সেসময় বক্তারা বলেন, জেলাজুড়ে সাংবাদিকদের উপর দমন-পীড়নসহ নানা ধরনের হয়রানি করেই চলেছে দুবৃর্ত্তরা। প্রশাসন নাম মাত্র তাদের ধরলেও সীমিত পরিমাণ সাজা দিয়ে থাকেন। অনতিবিলম্বে সাংবাদিক নয়নের উপর হামলাকারীদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমুলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। তা না হলে আগামী দিনে আরো বৃহত্তর কর্মসূচী দেওয়া হবে।

উল্লেখ্য, গত শুক্রবার সন্ধ্যায় শহরের চাকলাপাড়া এলাকায় মাদক সংক্রান্ত সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে মাদক কারবারিদের হামলার শিকার হয় সাংবাদিক মাহমুদুল কবির নয়ন।

মেহেরপুরে সাংবাদিকের উপর হামলার ঘটনায় মানববন্ধন

মেহেরপুরের আমঝুপিতে পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে বেসরকারি টিভি “চ্যানেলটোয়েন্টিফোরের স্টাফ রিপোর্টার রাশেদুজ্জামান ও জবাবদিহি পত্রিকার জেলা প্রতিনিধি সিরাজুদ্দোজা পাভেলের উপর বর্বরোচিত হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে ঘন্টাব্যাপি মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে মেহেরপুর প্রেসক্লাব ও বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষ।

আজ বুধবার (১৪ ফেব্রুয়ারি) বেলা ১২ টার সময় মেহেরপুর প্রেসক্লাবের সামনের সড়কে এই দীর্ঘ মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয়।
মানববন্ধনে সভাপতিত্ব করেন মেহেরপুর প্রেসক্লাবের আহবায়ক মহসিন আলী আঙ্গুর।

বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর প্রেসক্লাবের সভাপতি ফজলুল হক মন্টু, সাবেক সভাপতি ফারুক হোসেন, আলামিন হোসেন, প্রেসক্লাবের সাবেক

উপদেষ্টা ও বাংলাভিশনের স্টাফ রিপোর্টার তুহিন আরণ্য, মেহেরপুর প্রেসক্লাবের সাধারন সম্পাদক মাজেদুল হক মানিক, সাবেক সাধারণ সম্পাদক রফিক উল আলম, গাংনী প্রেসক্লাবের সভাপতি তৌহিদ উদ দৌলা রেজা, মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি প্রিন্স, গাংনী রিপোর্টার ক্লাবের সভাপতি আনারুল ইসলাম বাবু, সামাজিক সংগঠণ “জাগো মেহেরপুর” এর মুখপাত্র সোয়েব রহমান,আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থার কর্মী দিলারা পারভীন, সামাজিক সংগঠন উই আর ফর পিপলস এর সংগঠক খন্দকার মুইজ।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, সাংবাদিক সমাজের দর্পণ। সমাজের নানা অসঙ্গতি তুলে ধরেন সাংবাদিকরা। তাদের উপর বর্বরোচিত হামলা মানে পুরো সমাজের উপর হামলা। তারা বলেন, উন্নয়নে মেহেরপুরে এগিয়ে যাচ্ছে। সাংবাদিকরা জেলার নানা ধরনের অসঙ্গতি যেমন তুলে ধরছেন, তেমনি সমাজের উন্নয়ন নিয়েও কাজ করছেন। সমাজের এই উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করতেই দুর্বৃত্তরা পরিকল্পিতভাবেই দুই সাংবাদিকের উপর হামলা চালিয়েছে। এই হামলার সাথে জড়িতদের আটক করে দৃষ্টান্তমুলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। এইসব দুস্কৃতিকারীদের সাথে যারা জড়িত তাদেরও খুঁজে বের করার জন্য পুলিশ বিভাগের কাছে অনুরোধ জানান বক্তারা। এই বর্বরোচিত হামলার ঘটনায় মেহেরপুর জেলা পুলিশের ভূমিকার প্রশংসা করেন সাংবাদিকবৃন্দ।

মানববন্ধনে মেহেরপুরের সাংবাদিক সমাজের পাশাপাশি রাজনৈতিক দল, মানবাধিকার সংস্থা, সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষ যোগ দেন।

উল্লেখ, গত সোমবার (১২ ফেব্রুয়ারি) বেলা ১২ টার দিকে মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা সড়কের আমঝুপিতে মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে একজন নিহত হন। এই ঘটনায় সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে দুর্বৃত্তদের হামলায় আহত হন বেসরকারি টিভি “চ্যানেল ২৪” এর মেহেরপুরের স্টাফ রিপোর্টার রাশেদুজ্জামান ও জবাবদিহি পত্রিকার মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি সিরাজুদ্দোজা পাভেল।

মানব উন্নয়ন কেন্দ্র নামের একটি এনজিও সংস্থার দপ্তরের সামনে এই হামলার ঘটনা ঘটে।

এঘটনায় সাংবাদিক রাশেদুজ্জামান বাদী হয়ে সদর থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। মামলায় এজাহার নামীয় ৭ ও অজ্ঞাত ১০/১২ জনকে আসামি করা হয়েছে। মামলার প্রধান আসামি আকাশ (২৮) ও দুই নং আসামি আবু

লায়েসকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।